রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১১, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ আষাঢ়, ১৪২৬ মোতাবেক ১১ জুলাই, ২০১৯

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ আষাঢ়, ১৪২৬ মোতাবেক ১১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৬/২০১৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৬) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৬ক) ''পরিচালক'' অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক;"; এবং

(খ) দফা (১০) বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮। পরিচালনা বোর্ড।—(১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (পদাধিকারবলে) বা তাহার প্রতিনিধি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহাসচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা বা তাহার প্রতিনিধি;

(গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঙ) ইউনেস্কো-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ;

(চ) ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময়, কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহাদের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং তাহারাও মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালক, বোর্ডের সচিব হইবেন।"।

৪। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্ধেকের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "মহাপরিচালক ও পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক" এবং "পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে, যথাক্রমে, "পরিচালক" এবং "অতিরিক্ত পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক ও পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) পরিচালক পদ শূন্য হইলে, অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, বা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত পরিচালক অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।"; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক, পরিচালক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ তে উল্লিখিত "মহাপরিচালক" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক, পরিচালকগণ" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকগণ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন। প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৯ নং আইন) দ্বারা স্থাপিত এবং তদনুযায়ী পরিচালিত। বস্তুত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর পরিবর্তিত সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডে ইউনেস্কো মহাপরিচালকের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত আইন ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়।

২.০ বাঙালির মহান (২১শে) ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা-প্রচলনকে উৎসাহ দানের প্রেক্ষাপটে ইনস্টিটিউট ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। অতঃপর ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব হবেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক। কিন্তু বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব হচ্ছেন ইনস্টিটিউটের 'মহাপরিচালক'। এছাড়া ইউনেস্কোর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামো (Composition) এবং বিদ্যমান আইনের ৮(১) ধারায় বর্ণিত পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামোর মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। ফলে ইউনেস্কোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত পূরণকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধানের পদবি এবং পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামো সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, মূল আইনের ১০(৩) ধারায় মহাপরিচালকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত পরিচালককে অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব প্রধানের সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

৩.০ সকল বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯'-এর খসড়া গত ০৩-১২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রিপরিষদ উক্ত খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯'-এ সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে এটি জাতীয় সংসদে উপসস্থাপনের পূর্বে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষণে, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯' শিরোনাম যুক্ত খসড়া বিল মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা প্রয়োজন।

৪.০ বর্ণিত অবস্থায়, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯'-বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

ডাঃ দীপু মনি
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd